BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/03030035

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 3| Issue: 03| March 2025| e-ISSN: 2584-1890

ভাষার বিকাশ ও শিশুর জীবনে আদর্শ ভাষার প্রভাব

মৃন্ময় নস্কর

mrinmaynaskar39@gmail.com

সারাংশ:

ভাষা ভাবের বাহন। ভাষাকে ছাড়া মানুষ জীবনে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। সমগ্র জীবনে ব্যক্তিগত চাহিদার পাশাপাশি ভাব প্রকাশ ও মানব জীবনে অবশ্যম্ভাবী। অন্তরের বাচন বাইরে প্রকাশ তার নাম ভাষা। কণ্ঠ উচ্চারিত ধ্বনি বহু জনবদ্ধ হলে তবেই ভাষা। নির্দিষ্ট চৌহদ্দির মধ্যে ভাব আদান-প্রদানকারী মাধ্যম হলো ভাষা। ভাষার বিকাশ ক্রম প্রবাহমান। ব্যক্তিগত জীবন ও গোষ্ঠীগত চেতনার কেন্দ্রবিন্দু ভাষ কেন্দ্রিক। সার্বিকভাবে ভাষার কাজ যান্ত্রিক তৎসহ সার্বিক। কোন একক চিন্তন ভাষার নামান্তর নয় তা যখন ধনী-বাহী মাধ্যমকে অবলম্বন করে প্রথম পর্যায়েবাইরে প্রকাশ পায় তবেই হয় ভাষা। মানব শিশুর ভাষার বিকাশ ক্রম বর্ধনশীল। অনুকরণের দ্বারা তার ভাষা বিকাশের পথ শুরু। পরিবারের সাথে অভিযোজন এর মধ্যে শিশুর ভাষার বিকাশ। ভাষা কোন একক সীমায় আবদ্ধ নয় তা নদীর স্রোতের মতো প্রবাহমান। মানব শিশুর ভাষা অর্জন ও শিখন মূলত রৈখিক। প্রথম পর্যায়ে ভাষা বিকাশের শুরু গৃহ পরিবেশ। পরিবারের সদস্যরাই তাকে এ পথে চলতে সাহায্য করে। নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে তার প্রথম ভাষা অর্জনের পথ প্রশস্ত হয়। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরেই কান্না দিয়েই তার প্রথম আত্মপ্রকাশ। পরবর্তী পর্যায়ে একটি একটি শব্দের উচ্চারণ ও বাক্য বিন্যাস এর মধ্য দিয়ে প্রয়োগিক ক্ষমতা অর্জন করে। মাতৃভাষা শিশুর মাতৃদুগ্ধের সমান। পরিবেশ থেকে পরিবার থেকে, বড়দের থেকে যে ভাষা শেখে, তাই মাতৃভাষা। এ ভাষা শিশুর অন্তরের বেদনাকে বাইরে প্রকাশ করতে সাহায্য করে। আবার ধারাবাহিক বিকাশের পথে ভাষার ভিন্ন রূপ ও শিশু আয়ত্ত করে। আদর্শ ভাষা মূলত শিশুর জীবন গড়ার এক পন্থা। উপভাষাগত বৈচিত্র্যের মধ্যে আবদ্ধ আদর্শ ভাষা। বিদ্যালয় জীবনে শিশু আয়ত্ত করে আদর্শ ভাষার নানাবিধ রূপ। ভাষা শিখন মূলত আদর্শ ভাষা কেন্দ্রিক। বিদ্যালয় এর শিক্ষণ প্রণালীতে ব্যবহৃত ভাষা আদর্শ ভাষা। ব্যক্তির চেতনা চৈতন্য কে নির্দিষ্ট সীমায় পৌঁছে দেয় আদর্শ ভাষা।পথ চলতে, কথা বলতে আঞ্চলিকতার ছোঁয়া থাকে মানুষের বক্তব্যে। জীবনের নির্দিষ্ট স্থান দখল করতে, ব্যক্তিত্ব প্রকাশ্যে, অথবা সৃজনশীল চেতনার নানাবিধ দিক প্রকাশিত হয় এই আদর্শ ভাষাকে ঘিরে। আদর্শ ভাষা সংবাদ এর শিরোনামের ভাষা। আদর্শ ভাষা সংবাদপত্রের বিবৃতিদানের ভাষা।

সূচক শব্দ: *বিকাশ, আত্মনির্ভরশীল, আদর্শ ভাষা, নৈতিক চেতনা, সংবাদপত্র।*

ভূমিকা:

শিশুর জন্মের পূর্বাবস্থাতেই মাতৃগর্ভে থাকাকালীন ভাষা অনুভব করে। জন্মের পরবর্তি মুহূর্তেই কান্না দিয়ে তার প্রথম ভাষা ব্যবহারের পথ শুরু হয়। পরবর্তীকালে শিশু একক শব্দ থেকে বাক্য গঠনের মধ্য দিয়ে ভাষা ব্যবহারের পথে পা বাড়ায়। পরিবারের পরিজনদের কাছে ভাষা অনুসরণে তার প্রথম সাড়ে তিন বছর বয়সে মাতৃভাষা আয়ত্ত হয়। এক্ষেত্রে ভাষা বিকাশের

পথে মাতৃভাষার ভূমিকা প্রথম পর্বে। মনোবিদ ক্রাশেন এর মতে শিশু প্রথম পর্যায়ে গৃহ পরিবেশে ভাষা অর্জন করে আর তার ভাষা শিখন শুরু হয় বিদ্যালয়ে পরিবেশে এসে। এক্ষেত্রে এই সত্য বিবেচ্য ভাষা শিখনের ক্রমপরম্পরায় স্তর মূলত বিদ্যালয় আঙিনায়। লিখন, পঠন, কথন দক্ষতাগুলিকে অবলম্বন করে শিশুর মধ্যে ভাষাকে লিখতে পড়তে ও বলতে পারার মতো ক্ষমতা অর্জন করে বিদ্যালয় থেকে। ভাষার স্বাভাবিক বিকাশ সমান রাস্তা বিদ্যালয়ে থেকে শুরু হয় আর বৈচিত্র ময়তার মধ্যে সাবলীল আত্মপ্রকাশ আদর্শ ভাষা কে কেন্দ্র করে। আদর্শ ভাষা মূলত কোনো স্বতন্ত্র ভাষা নয় তা নিজস্ব শিশুর মাতৃভাষার এক পরিসীলিত রূপ। ভাষা ভৌগোলিক চৌহদ্দির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তা মূলত মানুষের দ্বারাই সৃষ্ট ও ব্যবহার্য ক্ষেত্র। আদর্শ ভাষা মূল ভাষার মধ্যেই সীমায়িত। আদর্শ ভাষা ব্যবহারের মধ্য দিয়ে শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ সমান রাস্তা ও সার্বিক আত্মপ্রকাশের মাধ্যম পরিস্ফুটন হয়। রাজধানী কেন্দ্রীক ভাষা যা অফিসের ভাষা, যে ভাষা মানুষের জীবন প্রতিষ্ঠার ভাষা, যে ভাষাকে অবলম্বনে শিশু তার সৃজনশীল চেতনা ও জীবন গড়ার নানান পদক্ষেপে ব্যবহার করে থাকে। এ ভাষার অস্তিত্ব শিশুর জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আদর্শ ভাষা ব্যবহারের মধ্যে ব্যক্তির সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য মন্ডিত দিকগুলো চিহ্নিত হয়।

পাশাপাশি ব্যক্তি তার নিজস্বতাকে সমাজ সম্মুখে প্রতিষ্ঠা করতে এ ভাষা ব্যবহার করে থাকে। উপভাষা বৈচিত্রতা থাকে তবুও স্বতন্ত্র ভাষার ভেতরে তার অস্তিত্ব। আদর্শ ভাষা মূলত উপভাষারই একটি অংশ যে অংশ সবার কাছে আদর শায়িত রুপ হিসেবে গ্রহণীয়। জীবন প্রতিষ্ঠার ভাষা আদর্শ ভাষা, নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার ভাষা আদর্শ ভাষা, যার অস্তিত্ব দ্বারা মানুষ নিজস্বতাকে প্রকাশ করে সমাজে

আলোচনা:

মানুষের জীবনে ভাষা একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা অধিকার করে রয়েছে।। ভাষা আমাদের মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যম শুধু নয়, চিন্তন, ধারণা ইত্যাদির বিকাশেও সহায়তা করে। তাছাড়া শিক্ষাক্ষেত্রেও ভাষার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে।। অন্যের ব্যক্তিত্ব ও ভাবধারাকে প্রভাবিত করার জন্য ভাষা বিশেষত সাহায্য করে। ভাষার বিকাশের ফলেই শিশু তার পরিবেশের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে এবং তার দ্বারাই সে পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনে লিপ্ত হয়। শিশু তার প্রয়োজনও চাহিদা অন্যদের বোঝাতে পারে এবং অন্যের মনোভাব ও তার বোধগম্যতার ক্ষেত্রে আয়ত্ত করে ভাষাকে অবলম্বন করে। শিশুর অঙ্গভঙ্গি, হাসি কান্না, মুখের ভাব ইত্যাদির জন্য তার প্রয়োজনীয় বেশি গুলির উপরে যে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে তার ফলে তাদের অসহায়তা দূর হয়। ভাষার বিকাশ প্রথম শুরু হয় শিশুর নাম উচ্চারণের মধ্য দিয়ে। ধীরে ধীরে সে একাধিক শব্দ শেখে। মূলত মানব শিশু ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতা রাখে। তাই সে সকল প্রাণীকুল থেকে আলাদা। ভাষা হলো কিছু চিহ্ন বা প্রতীকের সমষ্টি। যেখানে থাকে প্রত্যেকটির নির্দিষ্ট অর্থ। ভাষা যোগাযোগের মাধ্যম আবার ব্যক্তির সৃজনশীল ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশের অন্যতম মাধ্যম। যেকোনো বিষয়কে পাঠক সম্মুখে তুলে ধরতে গেলে কোনো না কোনো ভাষাকে অবলম্বন করতে হয়। বচন হল ভাষা প্রকাশের মাধ্যম। মানব শিশুর মধ্যে বিভিন্ন চিন্তা ভাবনার আদান-প্রদান ঘটে। এদিক থেকে ভাষা থেকে বচনের পরিধি অনেক কম।। বচন ভাষার একটি রূপ, যেখানে যোগাযোগকে অর্থপূর্ণ করে গড়ে তোলার জন্য শব্দের উচ্চারণ প্রয়োজন হয়। ভাষা বচনের মধ্যে প্রকাশিত হয় তখন উহা বাচনি আবার ভাষা যখন বচনের মধ্যে প্রকাশ পায় না তখন হয় অবাচনিক। কিন্তু বিবেচ্য দিক হলো শিশু ভাষা বিকাশের পথে সে বাচনিক বা অবাচনিক যাই বলি না কেন গঠন ক্ষেত্রে ভাষার বিশেষ কয়েকটি পর্যায়কে অবলম্বন করে সার্বিকভাবে শিশু বাক্য ব্যবহার করতে পারে।

ধ্বনি:

ধবনি হল ভাষার ক্ষুদ্রতম একক। প্রতিটি ভাষার নিজস্ব কিছু স্বতন্ত্র ধ্বনি আছে। ধ্বনি যুক্ত হয়ে শব্দ গঠন করে যা ধীরে ধীরে অর্থবোধক এর গুণে রূপান্তরিত হতে দেখা যায়। ধীরে ধীরে স্বতন্ত্র শব্দ এবং অর্থযুক্ত ভাষার ক্ষুদ্রতম একক মরফিন এর ধারণা আয়ত্ত করে শিশু। শৈশবে ধোনির সঙ্গে অর্থযুক্ত হয় অনুবর্তন ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে।

বাক্য বিন্যাস:

একাধিক অর্থ যুক্ত শব্দের বিন্যাস হবার মধ্য দিয়ে বাক্যে পরিণত হওয়াই হলো বাক্য বিন্যাস। এটি হলো মূলত ভাষার ব্যাকরণ। বাবা আমাকে একটি পেন এনে দিয়েছে লেখার জন্য। উক্ত বাক্যে সব শব্দগুলি মরফিন শিশুরা প্রথমে এই বাক্য বিন্যাস করতে পারেনা। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এগুলি ব্যবহার করতে তারা শেখে। প্রতিটি ভাষার বাক্য বিন্যাসের রীতি ও পৃথক।

শব্দার্থ:

প্রতিটি অর্থযুক্ত শব্দেরই একটি বিশেষ অর্থ থাকে। দুই থেকে তিন বছরের মধ্যে মোটামুটি ভাবে মনের ভাব প্রকাশের জন্য যেটুকু ভাষা জানার দরকার শিশু তা শিখে নেয়। শিশুর মধ্যে ভাষার উপলব্ধি জাগে ওই সময়েই। চার থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে ধোনির সংযুক্তকরণ এর মধ্য দিয়ে বাক্য গঠনের রীতি এবং কথোপকথনের নানা বিধ রীতিনীতি সে শিখে নেয়। উত্তরীতি গুলিকে আয়ত্ত করন যাকে আমরা ফার্স্ট ম্যাপিং বলে থাকি

প্রয়োগ:

পরিবেশের অবস্থা এবং শিশু বা ব্যক্তির পারিপার্শ্বিক প্রকৃতি বিচার করনের মধ্য দিয়ে সঠিক শব্দ পছন্দ করে উচ্চারণ করাই হলো প্রয়োগ। বিশেষত শুধু ধ্বনি বা শব্দ ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে বাক্য তৈরি হলেই ভাষার তকমা দেওয়া যাবে না তাকে উপযুক্ত প্রয়োগিক রাস্তাও পরিস্ফুটন করতে হবে। চারপাশের পরিবেশ,-সামাজিক বা পারিবেশিক যেই পরিবেশের কথা বলি না কেন শিশু অবলোকন করে আর তার মত করে স্থান কাল পাত্র বিচার বিবেচনা করে যখন বাক্য ব্যবহার করে তখনই তা সার্থক ভাষার সার্থক প্রয়োগিক দিক হিসেবে বিবেচনা করতে পারি।

যে ভাষা শিশু তার ক্রমবিকাশের পথে অর্জন করে সেই ভাষা বিদ্যালয় স্তরে এসে তার শিখন হয়। ভাষা নির্দিষ্ট এক ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষের ভাষা বাংলা আবার পাশে উড়িষ্যা যেখানকার মানুষ ব্যবহার করে উড়িয়া ভাষা। ভাষা কে অবলম্বন করে মানুষ তার জীবনের পথে এগিয়ে চলে। আজকের শিশু বিদ্যালয়ে অবস্থান করে ভাষা অর্জন থেকে শিখনের পথে অগ্রসর হয়ে জীবন বিকাশের প্রতি ক্ষেত্রে ভাষাকে অবলম্বন করে। তাই ভাষাকে বিবিধ দিক থেকে দেখলে তার নানাবিধ রূপ প্রতিভাত হয়। ভাষা এবং উপভাষা এই দুটি শব্দের সঙ্গে আমরা প্রায়ই সবাই পরিচিত। ভাষাকে অবলম্বন করে মানুষ মনের ভাব প্রকাশ করে অন্যদিকে সেই মনের ভাব প্রকাশের জন্য অঞ্চল ভিত্তিক নানা কারণবশত মানুষ জনের কথা বলার মধ্যে পার্থক্য থেকে যায়। ভাষাগতৈচিত্র্য উপভাষার মধ্যে থাকে। যেকোন ভাষার মধ্যে একাধিক উপভাষা রয়েছে। তবে ভাষাতাত্ত্বিকদের মতানুসারে কোন একটিন ভাষা নির্দিষ্ট সময় ধরে ব্যবহারের মধ্যে যখন মানুষের কাছে তার স্বীকৃতি পায় তখন ভাষাটি একটি আদর্শ ভাষার মর্যাদা পায়। Standard language বা আদর্শ ভাষা হল কোন উপভাষার একটি পরিশীলিত রূপ। যাকে অধিক সংখ্যক শিক্ষিত মানুষ গ্রহণ করেছে আবার অবলম্বন করে ওই ভাষার স্বতন্ত্রতা তৈরি হয়েছে। আদর্শ ভাষা চিন্তার একটি পরিবর্তন হয়েছে যাকে আমরা রাজধানীর ভাষা বলি। অর্থাৎ নির্দিষ্ট রাজধানী কেন্দ্রিক কোন স্থানকে ধরে নিয়েই সেখানকার ভদ্র শিক্ষিত মানুষজনের যে ভাষা তাকেই এক কথায় বলা যায় আদর্শ ভাষা। প্রসঙ্গক্রমে আমরা বাংলা ভাষার আদর্শ রূপটিকে যদি দেখি কলকাতা এক সময় ছিল রাজধানী। পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী সেই সঙ্গে ভারতের অন্যতম শিল্প বাণিজ্য কেন্দ্র। শিক্ষা সংস্কৃতি ও সাহিত্যচর্চার পিঠস্থান। ভাষার থেকে উপভাষা আবার উপভাষার পরিশীলিত রূপ আদর্শ ভাষা যাকে রাজধানীর ভাষা বলা হয়। এই ভাষা অফিসের ভাষা। এই ভাষা পত্র-পত্রিকার ভাষা। এই ভাষা বিদ্যালয়ের ভাষা সুতরাং মানব জীবনের উপরে এর সার্বিক প্রভাব অবশ্যম্ভাবী।

আদর্শ ভাষা শিক্ষিত উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শহরের মানুষের ভাষা হলেও শিক্ষার্থীদের জীবনে এই ভাষার ভূমিকা সর্বাধিক।। শিক্ষা গ্রহণকালে শিক্ষার্থীর আদর্শ ভাষা শিখন তার ভবিষ্যৎ জীবনে ভাষার স্বরূপ কে বয়ে নিয়ে চলার ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। বিদ্যালয়ে এসে শিশু ধারাবাহিকভাবে ভাষা শেখে। গৃহ পরিবেশে যে অর্জন তার হয়েছিল তা ক্রোনোলজিক্যাল অর্ডার অনুযায়ী সে ভাষা শেখে আর উক্ত ভাষা শেখার ক্ষেত্রে লিখতে, পড়তে, বলতে তাকে আদর্শ ভাষা কেই অবলম্বন করতে হয়। "ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে"-কবির উক্ত কথাকে সামনে রেখে আজকের শিশু যখন ভবিষ্যতের নাগরিক হয়

তার ভাষা ব্যবহারের দক্ষতা অর্জন হল প্রথম সোপান যাকে অবলম্বন করে সে সার্বিক জীবনে এক নির্দিষ্ট জায়গা লাভ করে। পাশাপাশি যদি আমরা বাস্তব জীবনে আইনি ব্যবস্থা, চিকিৎসাশাস্ত্র, সংবাদপত্র গঠন পাঠনের ক্ষেত্রে দেখি এক্ষেত্রেও আদর্শ ভাষাকেই প্রাধান্য দিয়েই চলতে হয়। ব্যক্তির সৃজনশীল চেতনার বিকাশ বিশেষত লিখন শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে চলার ক্ষেত্রে অথবা শিক্ষার্থীর লেখার মধ্যে নিজস্ব মৌলিকতা কে প্রকাশ গল্পে প্রয়োজন আদর্শ ভাষা ব্যবহার। বিশেষত আন্তর্জাতিক স্তরে যদি কোন লেখা স্থান করে তা মূলত আদর্শ ভাষাকে আশ্রয় করে। শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষার দুয়ারে পৌঁছুতে গেলে অবলম্বন তাকে করতে হয় আদর্শ ভাষাকে। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে আদর্শ ভাষা ব্যবহারের দিকটি সার্বিকভাবে দেখা যায় তাই বিদ্যালয়ের স্তরে শিক্ষার থেকে এই ভাষা ব্যবহারের সাবলীল প্রকাশভঙ্গি লিখনি কিংবা কথনে যদি রপ্ত করে, তাহলে সে উচ্চ শিক্ষার দুয়ারে পৌঁছে যায় অতি সহজে। শিক্ষার্থীর জ্ঞান ভান্ডারীর সমৃদ্ধতা আসে বিদ্যালয় শিক্ষকের আলোচনা কে কেন্দ্র করেই। শিক্ষকের ভাষা ব্যবহার আদর্শ ভাষা কেন্দ্রিক। আদর্শ ভাষাতে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা থাকলে তাহলে জ্ঞান সঞ্চালনের ক্ষেত্রে ভূমি অনেক সহজে এগিয়ে আসে। শিক্ষার্থী আদর্শ মানুষের পরিচয় বহন করতে তাকে সাহায্য নিতে হয় আদর্শ ভাষার কারণ ভাষা ব্যবহারে বোঝা যায় মানুষের সামাজিক অস্তিত্ব। তাই ভবিষ্যতের নাগরিক শিক্ষার্থীরা আদর্শ ভাষা ব্যবহার করলে তার জীবনের সুন্দর পথ প্রশস্ত হয়। বোঝা যায় তার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল, কোন পরিবেশে তার বেড়ে ওঠা সর্বোপরি ব্যক্তির ঐতিহ্যমন্ডিত দিকগুলি আদর্শ ভাষাকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সমস্ত পর্বের আদর্শ মানুষের অস্তিত্বের পরিচয় দিতে গেলে আদর্শ ভাষা ব্যবহারের দক্ষতা অর্জন করতে হবে শিশুকে। আদর্শ ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতা কিংবা আদর্শ ভাষা শিখনের পথরেখা মূলত প্রথম পর্যায়ে ভাষা শিখনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে

উপসংহার:

খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান মানব জীবনে অত্যন্ত প্রয়োজন। পাশাপাশি এও বলতে হবে মানুষের জীবনে প্রয়োজনীয় একটি দিক হলো তার ভাষা ব্যবহার। অনুকরণের মধ্য দিয়ে ভাষা শিখন শুরু হলেও ইহা সত্য বক্তব্য প্রকাশের রাস্তা না থাকলে মানুষের জীবন শূন্য। মানুষের চাহিদা, তার প্রয়োজনীয় নানাবিধ দিক গুলির সাথে ভাষা ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জন্মগ্রহণ করার পরে যে শিশু হাটি হাটি পা পা করে কথা বলতে শুরু করে সেই শিশু তার নিজের বক্তব্য প্রকাশের সাবলীলতার দ্বারা জগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করে। প্রথম পর্যায়ে দৈহিক বৃদ্ধির সাথে সাথে বিকাশের পথ উন্মুক্ত হয়। সমাজ পরিমণ্ডলে তার বেড়ে ওঠা, পরিবেশে তার স্বাচ্ছন্দ বিচরণ, পরিবারের মধ্যে মাতৃভাষাকে অবলম্বন করে প্রথম আত্মপ্রকাশ তার পাশাপাশি বৈচিত্র্যময় ভাষা ব্যবহারের নানাবিধ দিক গুলিকে ক্রমান্বয়ে শিখতে পারে। উপভাষাগত তারতম্যতা আবার পেশাগত কারণে ভাষার পার্থক্য আবার খাদ্য,, পানীয়, জলবায়ু কেন্দ্রিক পার্থক্যে ভাষার পার্থক্য হলেও একম অদ্বিতীয়ম আদর্শ ভাষা। রাজধানী কেন্দ্রিক পরিমণ্ডলে আদর্শ ভাষা ব্যবহার হয় যদিও তা কোন এক উপভাষারই রূপ। তথাপি স্বীকৃতি পাওয়ার পরে সবার কাছে গ্রহণীয়তা এবং standard এর কারণে শিশুর জীবন এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে যায় এই ভাষা। উক্ত ভাষা জীবন বিকাশের ভাষা, উক্ত ভাষা জীবন গড়ার ভাষা, উক্ত ভাষা শ্রেষ্ঠ আসন লাভের ভাষা। বিশেষত মানুষ যেখানে থাকে ভাষা ব্যবহার ও সেখানে ফলত স্বাধীন চিন্তা ভাবনা এবং মানুষের অস্তিত্বের প্রতিষ্ঠায় আদর্শ ভাষা ব্যবহার সর্বাগ্রে।

যে ভাষা কি অবলম্বন করে মানুষ তার সৃজনশীল চেতনার ফল্গুধারা প্রবাহিত করে সে ভাষা প্রাণের সম্পদ। অফিসে, আদালতে, পত্রপত্রিকায়, বিদ্যালয়ে, রাজকার্য পরিচালনায় এ ভাষার অস্তিত্ব বিশেষভাবে জায়গা করে রয়েছে তাই মানব জীবন সুন্দরায় আদর্শ ভাষার স্থান সর্বপ্রথম। স্থানে গত পার্থক্যে এ ভাষার পার্থক্য নেই, বর্ণগত বিভেদে বক্তব্য ব্যবহারের জটিলতা নেই এ ভাষাতে। আদর্শ ভাষা মানুষের প্রয়োজনে সৃষ্টি এবং মানুষের দ্বারা সৃষ্ট ফলে মৌখিক দিককে বলা হয় শিষ্ট চলিত। সমাজের মূল স্রোতের সাথে সক্রিয় যে ভাষা সে ভাষা মানুষের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত প্রতি ক্ষেত্রে ও প্রতি পদক্ষেপে

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

- পাল. দেবাশীষ, ধর. দেবাশীষ, দাস. মধুমিতা,(2005), পাঠদান ও শিখনের মনস্তত্ত্ব, রীতা পাবলিকেশন, কলিকাতা।

- পাল. ডঃ দেবাশীষ,(2014), প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণে শিশু শিক্ষা, রীতা পাবলিকেশন, কলিকাতা।
- মাইতি, প্রকাশ কুমার(2011), আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের আলোকে বাংলা ভাষা, আরামবাগ বুক হাউস, কলিকাতা।
- ভট্টাচার্য, পরেশ চন্দ্র(2009), ভাষাবিদ্যা পরিচয়, জয় দুর্গা লাইব্রেরী, কলিকাতা।
- ধর. ডঃ দেবাশীষ, বিশ্বাস.ড: সুব্রত, মন্ডল. সঞ্চিতা, চৌধুরী. ত্রিদিব কুমার, ভৌমিক. অমিতাভ,(2017), শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ,কভারপেজ প্রকাশনী, কলিকাতা।
- মিশ্র, সুবিমল (2014), বাংলা শিক্ষণ পদ্ধতি, রিতা পাবলিকেশন, কলিকাতা।
- বেরা. অনিল, মাইতি. দিলীপ,(2023), পাঠক্রম প্রসঙ্গে ভাষার কথা, গুনগুন পাবলিশিং হাউস, মেদিনীপুর।

Citation: **নস্কর. মৃ.,** (2025) "ভাষার বিকাশ ও শিশুর জীবনে আদর্শ ভাষার প্রভাব", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-03, March-2025.